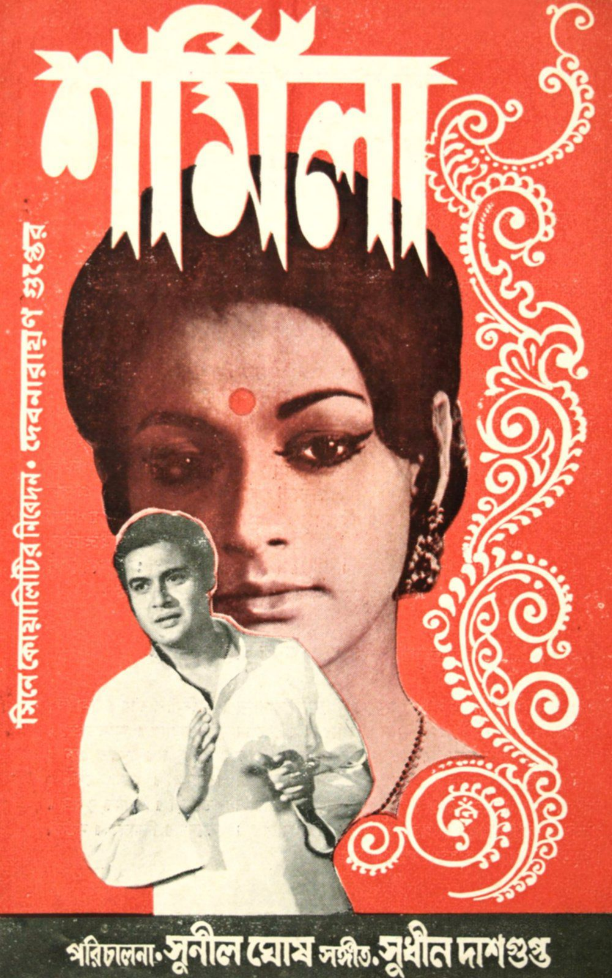
সিনে কোয়ালিটির নিবেদন • দেবনারায়ণ গুপ্তের
শর্মিলা
পরিচালনা: সুনীল ঘোষ সঙ্গীত: সুধীন দাশগুপ্ত

মঞ্চসফল নাটকের সার্থক চিত্ররূপ!

• শর্মিলা •

সিনে কোয়ালিটি নিবেদিত

॥ কাহিনী ॥

দেবনারায়ণ গুপ্ত

চিত্রনাট্য পরিচালনা : সুনীল ঘোষ ● সংগীত : সুধীন দাশগুপ্ত ॥

গীত রচনা : সুধীন দাশগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : **সুনীল চক্রবর্তী** ॥ সম্পাদনা : **অনিল সরকার** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **অমিতাভ বর্ধন** ॥ শব্দগ্রহণ : **অনিল দাশগুপ্ত, বাণী দত্ত, জে, ডি, ইরাণী** ॥ সংগীত গ্রহণ : **সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর ঘোষ** ॥ রূপসজ্জা : ভীম নস্কর ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ স্থির চিত্রগ্রহণ : পরিমল চৌধুরী [প্রিয়ম] ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : **প্রভাত ঘোষ** ॥ ব্যবস্থাপনা : প্রবোধ পাল ॥ শব্দ পুনঃর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ প্রচার অঙ্কন : ডিজাইন, রূপায়ণ, প্রালিত, এস, বি, কনসার্ণ, বি, টি, এজেন্সি, ভবানীপুর লাইটহাউস, প্রফুল্ল নাগ ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ● কণ্ঠসংগীত : আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ॥

॥ প্রধান সহযোগী পরিচালক : **জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়** ॥

রূপায়ণে : **রাজশ্রী বসু** ॥ **শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়** ॥ দিলীপ রায় ॥ কণিকা মজুমদার ॥ পদ্মা দেবী ॥ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শৈলেন মুখোপাধ্যায় ॥ অসিতবরণ ॥ দীপ্তি রায় ॥ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥ চিণ্ময় রায় ॥ সুলতা চৌধুরী ॥ সুব্রত সেন ॥ শ্রীমতী জেনেথ ম্যাকয় ॥ সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ রেবা দেবী ॥ অনিতা ঘোষ ॥ রঞ্জন শেঠ ॥ দেবেন ভট্টাচার্য ॥ তারাচাঁদ ভাদুড়ী ॥ ফকির কুমার ॥ ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় ॥ সত্যেন বসু ॥ মিঃ মাণিক ॥ লছমন ॥ দিবাকর ॥ নর্তকী মিস্ জেমিকো ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বপরিবেশনা : শান্তনু পিকচার্স, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

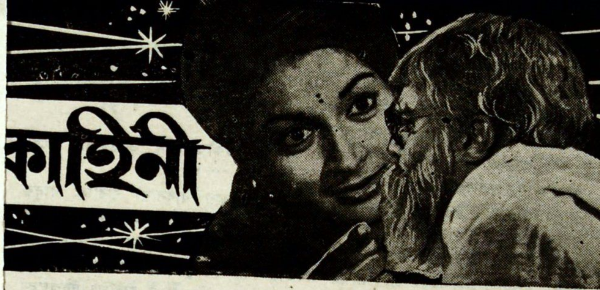

• শর্মিলা •

সুরজিৎ সরকার মহানগরী কোলকাতার মস্ত বিজনেস ম্যাগনেট। প্রখ্যাত ব্লাকমার্কেটিয়ারও বটেন। তবে তা লোক চক্ষুর অন্তরালে। কালোবাজারের কলঙ্কিত দৌলতে তিনি অঢেল ঐশ্বর্য্য এবং অভাবনীয় প্রতিপত্তির মালিক। অথচ স্বীয় উপার্জিত রাশি রাশি কালোটাকার পাহাড়কে ইনকামট্যাক্সের গ্রাস থেকে রক্ষা করবার দুরপনেয় দুশ্চিন্তায় নিরবছিন্ন শান্তির বদলে তিনি হ'লেন দুষ্ট হৃদরোগের শিকার। তবু যে কালোটাকা ইনকাম ট্যাক্সের নজরে আনা যায় না, যা রাখা চলে না কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কে—সেই অচল কালোটাকাকে সচল রাখতে স্ত্রী সর্বাণীর সর্বাঙ্গ সুরজিৎবাবু বহুমূল্য হীরে-জহরতের গহনায় ঢেকে দিতে লাগলেন। অন্যদিকে ছেলেদের হাতদিয়ে সেই টাকাই খরচ করে কৌশলে আয়কর ফাঁকি দিয়ে চললেন অপ্রতিহত ভাবে।

সুরজিৎ সরকারের তিন ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করে। তামিল তনয়া শুভলক্ষী তার স্ত্রী। মেজ ছেলে বিশ্বজিৎ ব্রাহ্মনের মেয়ে সুপর্ণাকে বিয়ে করে কোথায় যেন ভাল মাইনের চাকরী করে। সর্ব কনিষ্ঠ প্রসোনজিৎও পূর্ববর্তী ভ্রাতাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে যান বিলিতি মেম মেরী লরেনকে বিয়ে করে স্বদেশে ফিরেছেন।

এতদিন চলছিল ভালোই। হঠাৎ ছোট ছেলে দেশে ফিরবার পর থেকেই সুরজিৎ বাবুর চিন্তা যেন বেড়েছে একটু বেশীই। প্রতিপদক্ষেপে তিনি বিচলিত হয়ে পড়ছেন একমাত্র মেয়ে অবিবাহিতা শর্মিলার কথা ভেবে। একদার নির্ভর যোগ্য তরুণ গৃহশিক্ষক সমীরণকে রাখতে এখন তাই তার আর সুরজিতের সাহসে কুলোচ্ছে না।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তাই সমীরণকে জবাব দেবেন মনস্থ করেও সোজা-সুজি কথাটা কিছুতেই সমীরণকে বলতে না পেরে তাঁরই পুরোনো বন্ধু সনাতন বাবুর শরনাপন্ন হ'ন। কেননা সনাতন বাবুর শ্যালক এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সুরজিৎ সমীরণকে তাঁর মেয়ের গৃহশিক্ষকের পদে বহাল করেছিলেন। তাই বন্ধু সনাতনের

সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে সুরজিৎ তাঁর সংসারের স্বার্থে, এবং একমাত্র মেয়ে শর্মিলার ভবিষ্যৎ চিন্তাকরে গৃহশিক্ষক সমীরণকে যখন জবাব দিলেন তার বহু পূর্বেই অসংখ্য নিভৃতে, একান্ত তৃপ্তির মধ্যে শর্মিলা সমীরনের মন দেয়ানেয়ার ব্যাপারে অনেক—অনেক দূর অব্দি এগিয়ে গিয়েছিল। যেখানে বিচ্ছেদের বিভেদ সৃষ্টি করাটা ছিল না কোন আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

অন্যদিকে সুরজিতের ব্যবসায়ও তখন নাটকীয় চরম উত্তেজনার মধ্যে অভাবনীয় বিভ্রান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।··· ··· ···

বেশ কিছুদিন পূর্বে ঝুনঝুনওয়ালা নামে এক ঝানু ব্যবসায়ী সুরজিৎ বাবুর কাছ থেকে ব্লাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার লোহা কেনে। শর্ত ছিল অল্প দিনের মধ্যেই ঝুনঝুনওয়ালা ঐ টাকাটা ফেরত দেবে। অথচ কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত শত্রুতা করে চুপচাপ সুরজিতের ব্লাকমানির যাবতীয় খবর সে পুলিশকে জানিয়ে আসে। খবর পেয়ে সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের লোক এসে বিত্তশালী সুরজিৎ সরকারের যাবতীয় একাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে এবং সমস্ত বাড়ী তল্লাসী করে তাকে সর্বস্বান্ত করে যায়। অভাবিত এই আকস্মিক আঘাত বিত্তশালী হার্টরোগের শিকার সুরজিৎ সরকারের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন শান্তনাই তাকে ধরে রাখতে পারেনা। অন্তিম হার্টষ্ট্রোকে সুরজিৎ বাবু মারা যান।

ট্র্যাজিক নাটকীয় উত্তেজনার এখানেই শেষ নয়। সব হারানোর চরম ব্যাথা সহ্য করার সামর্থ্য টুকু মনেপ্রাণে গড়ে তোলার আগেই সুরজিৎ সরকারের বিধবা স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা শর্মিলা বাড়ীর অন্যান্যদের কাছে যে একটা অসহ্য বোঝা স্বরূপ হয়ে পড়েছেন তা তাদের দৈনন্দিন আভাষে ইঙ্গিতে টের পেতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু এই দুঃসহ অবস্থায় সর্বানী বা শর্মিলা কি-ই বা করতে পারতেন। সর্বাণীদেবী শর্মিলাকে বিয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কপর্দক হীন, অসহায়, মায়ের মেয়ে শর্মিলাকে গৃহবধুর যোগ্যমর্য্যাদা দিতে পারে কোন সে সে সাহসী পুরুষ? ···শর্মিলা কি সেই শুভ দিনটির জন্য অপেক্ষা করবে? কিন্তু কার জন্য···এবং কতদিন-ই বা ??··· সর্বাণীর ভাঙ্গা সংসার কি আবার জোড়া লাগবে···তারা কি ফিরে পাবে তাদের নিঃশেষিত চির শান্তির হারানো কণাগুলি···?

সংগীত

(১)

কথা : সত্যবরণ বন্দোপাধ্যায়॥

শিল্পী : আরতি মুখোপাধ্যায়॥

এ রাতে শুধু আজ
কথা কই কানে কানে,
হাসি আর গানে গানে।

এ ফুল জানেনা ঝরিতে,
এ মন জানেনা মরিতে,
চায় এ হৃদয় ভরিতে—
মিলনের আহ্বানে।

খুশী খুশী মন,
সবুজ স্বপন,
এসেছে এই মধুর লগন।

মনোহারিণীর মায়াতে
অভিসারিণীর ছায়াতে,
চাই যে আমি হারাতে—
প্রেমেরই প্রতিদানে॥

(২)

কথা : সুধীন দাশগুপ্ত॥

শিল্পী : বনশ্রী সেনগুপ্ত॥

জানিনা জানিনা—
কার প্রেমে কি আছে,
সে রয়েছে কি কাছে,
সে যদি বলে আমি না—।
হৃদয় যদি না দিতে চায়,
কি হবে বলো উপায়—
শুধু এ খেলায় মেতে,
হয় যদি ভেসে যেতে,
সে কথা কখনো মানি না—।

বুঝেও আগে তো বুঝিনি,
প্রেমেতে মরণ খুঁজিনি,
মরণ নিজেই এসে,
দাঁড়ালো যে ভালোবেসে,
ছড়ালো আলোর আঙিনা—।

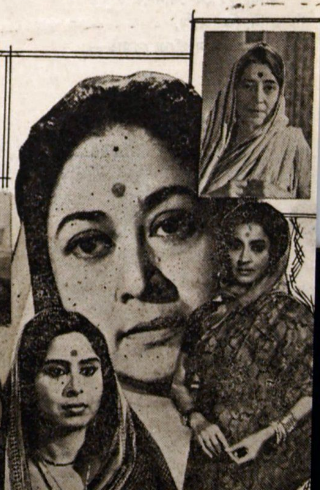

কথা ঃ পুলক বন্দোপাধ্যায়।
শল্পী ঃ আরতি মুখোপাধ্যায়॥

এই মন, সেই মন,
আমাকে যে বলে যায়—
সে যদি ডাকে, সাড়া কি তাকে,
দেবে না এ অবেলায়।
কি করি, কি বলি,
কি হবে ভেবে না পাই—
কি দিয়ে, কি নিয়ে,
এ পথে আমি হারাই,
আমারই মন, যখন তখন
আমাকেই যে শোনাতে চায়॥
কি জানি, কি আমি,
না জেনে খুঁজে বেড়াই—
সে কেন এখনও,
ডাকেনা ভাবি কি তাই—
এমনও হয় কতো সময়
না বুঝেও এ মন জানায়॥

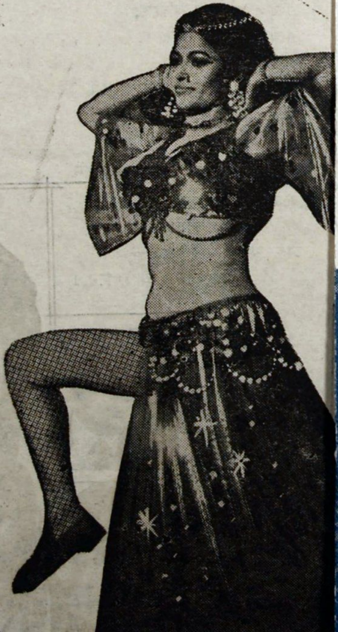

কথা পুলক বন্দোপাধ্যায়।
শিল্পী ঃ বনশ্রী সেনগুপ্ত॥

যে দেখা মনে মনে ছিলো
ভাবনা দিয়ে ঢাকা
চোখে সে এলো কখোন।
তবুও মন বোঝেনা,
এ দেখা স্বপ্ন কিনা,
গানে গানে, প্রাণে প্রাণে,
কিসের নিমন্ত্রণ।
এলো কি, তবে সেই বসন্ত,—
রূপে আর রঙে রঙে জীবন্ত।
আকাশ ছুঁয়ে, আলো হয়ে
ছায়া ভেঙ্গে, ছবি এঁকে
সাজানো এ ভূবন।
ফুলেরা পেলো যে সুগন্ধ,—
সেও কি আমারই এই আনন্দ।
দূরের পাখী, তাকেও দেখি
আমার খুশী নিয়ে বলে
এই কি শুভ লগন॥

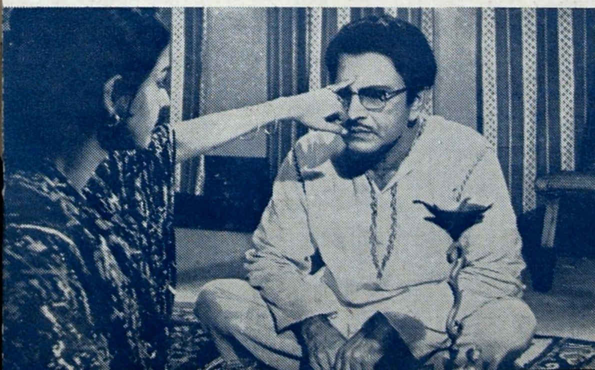

—ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ—

পরিচালনায় ঃ অমিত সরকার, জহর বিশ্বাস, উদয় ভট্টাচার্য ॥ চিত্রগ্রহণে ঃ বেণু সেন, পঙ্কজ দাস, নীলোৎপল সরকার ॥ সম্পাদনায় ঃ তাপস মুখোপাধ্যায়, দেবকান্ত বড়ুয়া ॥ সংগীত পরিচালনায় ঃ পরিমল দাশগুপ্ত ও অলোক দে ॥ শিল্প নির্দেশনায় ঃ অনিল দে ॥ ব্যবস্থাপনায় ঃ নিতাই সরকার ও কার্তিক দাস ॥ রূপসজ্জায় ঃ বিজয় নন্দন ॥ সাজসজ্জায় ঃ বিশু চক্রবর্তী ॥ শব্দগ্রহণে ঃ সোমেন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার, পাঁচু গোপাল ঘোষ ॥ প্রচারে ঃ বারীন ঘোষ এম, এ, রতন বরাট, নিকুঞ্জকিশোর বসু, কল্যাণী দত্ত ॥ আলোক সম্পাতে ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ চন্দ্র ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, রাম দাস ও হংসরাজ ॥ পটশিল্পে ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য ॥ কারুশিল্পে ঃ হরেন দাস ॥ পরিচয় লিখনে ঃ বিশ্বময় রায় ॥ পরিস্ফুটনে ঃ অবনী রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী সরকার ও বীরেন গুহ ॥ ক্যালকাটা মুভিটোন, টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দি এগ্রিহটি কালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, পার্ক হোটেল কতৃপক্ষ, মেসার্স চন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডিয়া লিঃ, ষ্টুডিও ওরিয়েন্ট, বীজেন্দ্র মোহন ঘোষ, হারাধন প্রধান (সোদপুর, হুগলী), শ্রীমতী রেবা দাস, আর, এন, ভৌমিক, বিজন নন্দী, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলীন মুখোপাধ্যায়, অবনী ভড়, আদিনাথ ভড়, শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ঘোষ, শ্যামল রায় চৌধুরী, শিবেন্দ্র চন্দ্র দে, নরেশ চন্দ্র দেবরায়, যাদব চন্দ্র সাহা, গোপাল চন্দ্র দে, মনমোহন চৌধুরী, সুনীল দেবনাথ, হেমেন্দ্র ভৌমিক, অনীশ কুমার দাস।

বিশ্বপরিবেশনা ঃ

শান্তনু পিকচার্স

৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

শান্তনু পিকচার্সের প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত। মুদ্রনে বি. ডি. প্রিন্টার্স কলিকাতা-১৩। পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা শ্রীপঞ্চানন